ইউনিট ১৪

একতরফা দাখিলা পদ্ধতি (Single Entry System)

ভূমিকা

পূর্ববর্তী ইউনিটে আমরা জেনেছি, দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণ বিজ্ঞানসম্মত। সে সাথে আরো জেনেছি যে, হিসাবরক্ষণের এই পদ্ধতি বৃহদায়তন ব্যবসার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কারণ বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে লেনদেনের পরিমাণ খুব বেশি। ফলে হিসাবরক্ষণে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত। এখানে প্রশ্ন হল, ছোট আকারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেখানে লেনদেনের পরিমাণ কম, যেমন-মুদি দোকান, রেষ্টুরেন্ট ইত্যাদিতে কোন পদ্ধতির হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি উপযোগী? উত্তরে হয়ত বলা হবে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি (Single Entry System)। এই পদ্ধতিতে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির নীতি অনুসরণ করা হয় না। এই ইউনিটটিতে আপনি একতরফা দাখিলা পদ্ধতির যাবতীয় বিষয় জানতে পারবেন।

পাঠ-১ তাত্ত্বিক আলোচনা (Theoritical Discussion)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- একতরফা দাখিলা পদ্ধতির সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন
- এর সুবিধা-অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন
- দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সাথে এর পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।

সংজ্ঞা (Definition)

আপনি এখন হিসাববিজ্ঞান কোর্সটির শেষ দিকের ইউনিটে আছেন। পূর্ববর্তী ইউনিটগুলোতে হিসাবরক্ষণের দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে জেনেছেন। সুতরাং আপনার কাছে একটি জিনিস এখন স্পষ্ট, তাহল দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি পুরোপুরি একটি নীতি অনুসরণ করে। এ কারণে এটি বিজ্ঞানসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য। হিসাবরক্ষণের যেক্ষেত্রে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির নীতি পুরোপুরি মানা হয় না সেটিই মূলতঃ একতরফা দাখিলা পদ্ধতি।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে আমরা দেখেছি যে, লেনদেনগুলোকে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী দ্বৈত-সত্তার (Dual aspect) নীতির ভিত্তিতে ডেবিট-ক্রেডিট লিখে জাবেদাভুক্ত করা হয়। কিন্তু একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে এমনটি করা হয় না। শুধু আইটেম অনুযায়ী হিসাব রাখা হয় মাত্র। ফলে বছর শেষে ব্যবসায়ের ফলাফল নির্ণয় করা এবং আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা অত্যন্ত দূরূহ কাজ হয়ে পড়ে। লেনদেনের স্বল্পতার কারণে ছোট আকারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এভাবেই হিসাব রাখা হয়।

এ ধরনের হিসাবরক্ষণ একাধিক হিসাব পদ্ধতির মিশ্রণ মাত্র। এটিও অসম্পূর্ণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতি সম্পর্কে হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে বলেছেন। এবার আসুন আমরা তাদের কথা জেনে নেই এবং পরিশেষে নিজেরা এর একটি সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করি।

অধ্যাপক আর এন কার্টার এর মতে, "It is a method or a variety of methods employed for recording of the transaction which ignores the twofold aspect and consequently fails to provide the businessman with the information necessary for him to be able to ascertain his position"

অর্থাৎ "এটি লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের এক বা একাধিক পদ্ধতি যা হিসাবরক্ষণের দ্বৈত-সত্তা অনুসরণ করে না, ফলে এটি ব্যবসায়ীকে তাঁর ব্যবসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য যা তার অবস্থান নির্ণয়ে সমর্থ তা সরবরাহ করতে পারে না"।

William Pickles-এর মতে, "The system is nothing but an mixture of single entry, double entry and no entry" অর্থাৎ একতরফা দাখিলা পদ্ধতি হল দু'তরফা, একতরফা এবং বিনাতরফা দাখিলার মিশ্রণ মাত্র"।

J.R. Batliboi বলেন, "In fact, single entry is not any particular system of Book-keeping but rather the double entry system is an incomplete and disjoined form" অর্থাৎ "একতরফা দাখিলা পদ্ধতি মূলতঃ আলাদা কোন পদ্ধতি নয় বরং এটি দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির একটি অসম্পূর্ণ ও অগোসালো রূপ মাত্র"।

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে আপনি যে সংজ্ঞাটি নিরূপণ করবেন তা নিশ্চয়ই নিম্নরূপ হবে ঃ

"একতরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অগোছালো ও অবৈজ্ঞানিক হিসাব পদ্ধতি যেখানে হিসাববিজ্ঞানের বিজ্ঞানসম্মত দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় না শুধু মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করে মাত্র"।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics) ঃ

উপরের সংজ্ঞা থেকে একতরফা দাখিলা পদ্ধতির কতিপয় বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান হয়েছে। তবু বিশদ আলোচনার জন্য নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হল।

১. **হিসাবরক্ষণ ঃ** এই পদ্ধতিতে ব্যবসায়ী তাঁর হিসাবের বইতে সাধারণত নগদান ও ব্যক্তিবাচক হিসাবসমূহ সংরক্ষণ করেন। সম্পত্তি ও নামিক হিসাবগুলো রাখেন না। রাখলেও তা আংশিক।

২. **মিশ্র হিসাব পদ্ধতি ঃ** একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে কিছু লেনদেনের উভয়পক্ষে ডেবিট ও ক্রেডিট করা হয়, আবার কোন কোন লেনদেনের ডেবিট অথবা ক্রেডিট করা হয় এবং কোন কোন লেনদেনে কোন হিসাব সংরক্ষণ করা হয় না। এটি মূলতঃ মিশ্র একটি প্রক্রিয়া মাত্র।

৩. **লাভ-লোকসান নিরূপণ ঃ** এই পদ্ধতিতে আয়-ব্যয়ের পৃথক কোন হিসাব সংরক্ষণ করা হয় না। সমাপনী মূলধন হতে প্রারম্ভিক মূলধন বিয়োগ করে লাভ-লোকসান নিরূপণ করা হয়।

৪. **অদৃশ্য লেনদেনের হিসাব ঃ** ব্যবসায়ে অবচয় একটি অদৃশ্য হিসাব। এই হিসাব পদ্ধতিতে অবচয় জাতীয় কোন অদৃশ্য লেনদেনের পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করা হয় না।

৫. **আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত ঃ** এই পদ্ধতিতে কোন উদ্বৃত্ত পত্র তৈরী করা হয় না। কিন্তু প্রামাণ্য কাগজপত্রের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ান্তে সম্পত্তি ও দায়ের একটি বিবরণী প্রণয়ন করা হয়।

৬. **প্রয়োগ ঃ** সহজ হিসাব পদ্ধতির কারণে সচরাচর সামাজিক ও ছোট ছোট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোই এই পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে।

সুবিধা (Advantages) ঃ

বিভিন্ন প্রকার দুর্বলতা এবং অসম্পূর্ণতা থাকলেও একতরফা দাখিলা পদ্ধতির নিম্নোক্ত সুবিধাগুলো রয়েছে ঃ

১. **সহজ পদ্ধতি ঃ** এই পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণ করা খুব সহজ ও সরল। তাই সাধারণ লেখাপড়া জানা একজন লোক এই পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণ করতে পারে।

২. **কম জটিলতা ঃ** জটিলতা কম থাকার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী নিজেই এই পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করে।

৩. **কম সংখ্যক হিসাব ঃ** এই পদ্ধতিতে সাধারণত ব্যক্তিবাচক (পাওনাদার ও দেনাদার) হিসাব এবং নগদান হিসাব রাখা হয়। নামিক হিসাব বা সম্পত্তিবাচক হিসাবগুলো আদৌ রাখা হয় না। তাই হিসাবরক্ষনের পরিমাণ কমে যায়।

৪. **কম শ্রম ও ব্যয় সাপেক্ষ ঃ** হিসাবের সংখ্যা এবং কাজের পরিমাণ কমে যায় বিধায় হিসাবরক্ষনের জন্য সময়, শ্রম এবং ব্যয় কম হয়।

৫. **গোপনীয়তা রক্ষা ঃ** মালিক নিজে হিসাব সংরক্ষণ করতে পারে বিধায় হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষা হয়।

৬. **প্রয়োগক্ষেত্র ঃ** ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানে এই ধরণের হিসাব পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়।

অসুবিধাসমুহ ঃ

একতরফা দাখিলা পদ্ধতির অনেকগুলো অসুবিধা রয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হল ঃ

১. **অসম্পূর্ন পদ্ধতি ঃ** এই পদ্ধতিতে লেনদেনের পুরা হিসাব রাখা হয় না। ফলে এটি একটি অসম্পূর্ণ পদ্ধতি।

২. **গাণিতিক বিশুদ্ধতা ঃ** লেনদেনের দ্বৈতসত্তা মানা হয় না বলে এই পদ্ধতিতে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। সে কারণে হিসাবের গাণিতিক বিশুদ্ধতাও যাচাই করা যায় না।

৩. **তথ্যের স্বল্পতা ঃ** ব্যবসায়ের সঠিক পরিকল্পনার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য প্রয়োজন। এই পদ্ধতি একটি অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ হিসাব ব্যবস্থা। তাই প্রয়োজনের সময় সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ফলে ব্যবসায়িক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা কঠিন।

৪. **সঠিক লাভ-লোকসান নিরূপণে অক্ষমতা ঃ** পৃথক পৃথকভাবে নামিক হিসাবসমূহের (আয়-ব্যয় বা লাভ অথবা লোকসান) হিসাব তৈরী করা সম্ভব হয় না। ফলে ব্যবসায়ের নিরূপিত আর্থিক ফলাফল তথা লাভ-লোকসান নির্ভরযোগ্য হয় না।

৫. **প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নিরূপণে অক্ষমতা ঃ** এ পদ্ধতিতে সব সম্পত্তি ও দায়ের হিসাব রাখা হয় না। তাই নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রকৃত আর্থিক অবস্থা জানা সম্ভব হয় না।

৬. **ভুল ত্রুটি নিরুপণে অক্ষমতা ঃ** একটি অসম্পূর্ণ ও দুর্বল হিসার পদ্ধতির কারণে হিসাবের ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে না।

৭. **কারচুপি ও জালিয়াতি ঃ** এই পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হিসাবের অসম্পূর্ণতা ও ত্র□*টির কারণে হিসাবের কারচুপি* ও জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন করা মালিকের পক্ষে প্রায় ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়।

৮. **অগ্রহণযোগ্যতা ঃ** আয়-ব্যয় ও সম্পত্তির সঠিক হিসাব রাখা হয় না বলে এই পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হিসাব আদালত, কর কর্তৃপক্ষ, ব্যাংক ও ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হয় না।

৯. **তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের অভাব ঃ** এটি অবৈজ্ঞানিক এবং অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে বিগত বৎসরের আয়-ব্যয়, লাভ-লোকসান, ক্রয়-বিক্রয়, দায়-দেনা ও সম্পত্তির তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করা সহজ হয় না।

১০. **স্বল্প প্রয়োগ ক্ষেত্র ঃ** কোম্পানী আইনে একতরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতিকে স্বীকার করে না। তাই কোম্পানী বা কর্পোরেশনসমূহ এই পদ্ধতিতে হিসাব রাখতে পারে না। ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সংগঠনসমূহই কেবল এই পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে।

একতরফা দাখিলা পদ্ধতি ও দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির পার্থক্য (Comparison Between Single Entry and Double Entry System) ঃ

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি	একতরফা দাখিলা পদ্ধতি
১. **প্রকৃতি ঃ** এটি একটি পূর্ণাঙ্গ, নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত হিসাব পদ্ধতি।	১. **প্রকৃতি ঃ** এটি একটি অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক হিসাব পদ্ধতি।
১. **হিসাবচক্র ঃ** হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়া এই পদ্ধতিতে চক্রাকারে সম্পন্ন হয়। যেমন- জাবেদা→খতিয়ান→রেওয়ামিল→চূড়ান্ত হিসাব।	১. **হিসাবচক্র ঃ** এই পদ্ধতিতে হিসাবচক্র মানা হয় না।
১. **গাণিতিক শুদ্ধতা ঃ** রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয় বিধায় হিসাবে ভুল সহজে ধরা পড়ে এবং এতে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা সম্ভব হয়।	২. **গাণিতিক শুদ্ধতা ঃ** এই পদ্ধতিতে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায় না।
১. **লাভ-ক্ষতি নিরূপণ ঃ** প্রতিটি মূলধন ও মূনাফাজাতীয় আইটেমের হিসাব রাখা হয় বিধায় এই পদ্ধতিতে সহজেই লাভ-ক্ষতি নিরূপণ করা সহজ।	৩. **লাভ-ক্ষতি নিরূপণ ঃ** এই পদ্ধতিতে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব রাখা হয় না বলে প্রকৃত লাভ-ক্ষতি নিরূপণ করা খুব কঠিন।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি	একতরফা দাখিলা পদ্ধতি
১. **আর্থিক অবস্থা নির্ণয় ঃ** এই পদ্ধতিতে সম্পত্তি ও দায়ের হিসাব স্বতন্ত্রভাবে রাখা হয় বিধায় খুব সহজে আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা যায়।	৪. **আর্থিক অবস্থায় নির্ণয় ঃ** এই পদ্ধতিতে সম্পত্তি ও দায়ের হিসাব রাখা হয় না। এমন কি সম্পত্তি সম্পৃক্ত অবচয়ের হিসাবও রাখা হয় না। ফলে এ পদ্ধতিতে আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা খুব কঠিন।
১. **তুলনামূলক বিশ্লেষণ ঃ** চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নের পর এর অধিভুক্ত হিসাবের আইটেমগুলোর মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম কাজ। এই পদ্ধতিতে এ কাজটি করা যায়।	৫. **তুলনামূলক বিশ্লেষণ ঃ** এই পদ্ধতিতে এটি সম্ভব নয়।
১. **তথ্য সরবরাহ ঃ** এই পদ্ধতিতে হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ করা খুব সহজ। কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে তথ্য সরবরাহ করা আরো সহজ করা যায়।	৬. **তথ্য সরবরাহ ঃ** এই পদ্ধতিতে হিসাব অগোসালোভাবে রাখা হয় বিধায় তথ্য সরবরাহ করা খুব কঠিন ও সময় সাপেক্ষ।
১. **গ্রহণযোগ্যতা ঃ** যেহেতু এই পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে তাই এর গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি।	৭. **গ্রহণযোগ্যতা ঃ** বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হিসাব রাখা হয় না বিধায় এর গ্রহণযোগ্যতা অনেক কম।
১. **জালিয়াতি রোধ ঃ** এক্ষেত্রে হিসাব প্রক্রিয়া সুবিন্যস্ত ও নিয়মতান্ত্রিক। সুতরাং এ পদ্ধতিতে অনায়াসে জালিয়াতি ধরা পরে।	৮. **জালিয়াতি রোধ ঃ** এই প্রক্রিয়ায় হিসাবের জালিয়াতি ধরা প্রায় সময়ই সম্ভব হয় না।
১. **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ঃ** পৃথক পৃথক ব্যয় ও আয়ের হিসাব রাখা হয় বলে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।	৯. **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ঃ** এই ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের কোন সঠিক হিসাব রাখা হয় না। তাই ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না।
১. **বিশেষজ্ঞান ঃ** এই পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণ অপেক্ষাকৃত জটিল কাজ। তাই হিসাবরক্ষণে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া যে কেউ এই পদ্ধতিতে হিসাব রাখতে পারে না।	১০. **বিশেষজ্ঞান ঃ** এটি একটি সহজ এবং সাধারণ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা। তাই যে কেউ এই পদ্ধতিতে হিসাব রাখতে পারে।
১. **ভুল ত্রুটি উদ্‌ঘাটন ও সংশোধন ঃ** দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাবের ভুল ত্রুটি সহজে নির্ণয় ও সংশোধন করা যায়।	১১. **ভুল ত্রুটি উদ্‌ঘাটন ঃ** হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি অগোছালো বিধায় এই পদ্ধতিতে সহজে ভুল ত্রুটি ধরা যায় না, তাই সহজে সংশোধনও করা যায় না।
১. **প্রয়োগের ক্ষেত্র ঃ** ছোট বড় সকল ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী যে কোন প্রতিষ্ঠানেই এ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করা যায়।	১২. **প্রয়োগের ক্ষেত্র ঃ** এটি ব্যক্তিগত ও ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের উপযোগী হিসাব ব্যবস্থা। কিন্তু কোম্পানীর ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নয়।

একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রক্ষিত হিসাবের বইসমূহ (Books used in Single Entry System)

এই পদ্ধতিতে কোন কোন বই সংরক্ষণ করা হয় তার কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। ব্যবসায়ী তাঁর খুশীমত হিসাব রাখেন। তবে সাধারণত নিচের বইগুলো এই পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

১. নগদান বহি (Cash Book)
২. ক্রয় বহি (Purchase Book)
৩. বিক্রয় বহি (Sales Book)
৪. ক্রয় ফেরত বহি (Purchase Return Book)
৫. বিক্রয় ফেরত বহি (Sales Return Book)

উপরের বইগুলো অবশ্য ব্যবসায়ে প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এই পদ্ধতিতে যদিও জাবেদা রাখা হয় না তথাপি নগদান বহি এর বিকল্প হিসাবে কাজ করে। এ ছাড়া ধারে সংঘটিত লেনদেনগুলো ক্রয় ও বিক্রয় বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১৪.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। একতরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি ..... পদ্ধতি।

ক) বিজ্ঞানসম্মত খ) ধারাবাহিক

গ) মিশ্র ঘ) কোনটি নয়।

২। একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে কোন্‌টি রাখা হয় না ?

ক) নগদান হিসাব খ) ক্রয় হিসাব

গ) বিক্রয় হিসাব ঘ) সম্পত্তি ও দায় হিসাব।

৩। নিচের কোন্ পদ্ধতিতে হিসাবের তথ্য সরবরাহ করা সহজ ?

ক) দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি খ) একতরফা দাখিলা পদ্ধতি

গ) মিশ্র পদ্ধতি ঘ) কোনটি নয়।

৪। একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে কোন্‌টি মানা হয় না।

ক) সময় কাল খ) হিসাবচক্র

গ) গোপণীয়তা ঘ) ব্যয় নিয়ন্ত্রণ।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. এক তরফা দাখিলা পদ্ধতির সংগা দিন।

২. এক তরফা দাখিলা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

৩. এক তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধাগুলো উল্লেখ করুন।

৪. এক তরফা দাখিলা পদ্ধতির সাথে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির তূলনা করুন।

পাঠ-২

একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লাভ-লোকসান নির্ণয়ের কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন
- বৈষয়িক বিবরণী প্রণয়নের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

লাভ-লোকসান (Profit & Loss)

পূর্বের পাঠে আপনি জেনেছেন যে, একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে কোন নামিক হিসাব রাখা হয় না। অথচ লাভ-লোকসান নিরূপণের ভিত্তি হল নামিক হিসাব। কিন্তু ব্যবসায়ে লাভ বা লোকসান কত হ'ল তা একটি নির্দিষ্ট সময় পর অবশ্যই জানা প্রয়োজন। এই পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় হিসাব এবং লাভ-লোকসান হিসাবও তৈরী করা যায় না। এখানে একটি 'লাভ-লোকসান বিবরণী' প্রস্তুত করে লাভ-ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। তথ্য অসম্পূর্ণ হলেও ব্যবসায়ের চূড়ান্ত হিসাব জানা প্রয়োজন। তাই যে সকল প্রতিষ্ঠান একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখে তারা ব্যবসায়ের ফলাফল এবং লাভ-ক্ষতির পরিমাণ নিম্নলিখিত পদ্ধতি দু'টির মধ্যে যে কোন পদ্ধতিতে নির্ণয় করতে পারে। পদ্ধতি দুটি হ'ল ঃ

১. মূলধন পদ্ধতি (Capital Method)
২. রূপান্তর পদ্ধতি (Conversion Method)

উল্লেখ্য যে, খাটি একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে (Pure Single Entry System) মূলধন পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের চূড়ান্ত হিসাবরক্ষণ করা হয়। এক্ষেত্রে পূর্ণ তথ্যের অভাবে উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা যায় না বলে সম্পত্তি ও দায়ের ভিত্তিতে একটি বৈষয়িক বিবৃতি প্রস্তুত করে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা হয়। এবার আসুন পদ্ধতি দু'টো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি।

১. মূলধন পদ্ধতি (Capital Method) ঃ এটি খুব সহজ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে দুটি পৃথক তারিখের মূলধনের পরিমাণের তুলনার ভিত্তিতে ব্যবসায়ের লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ বের করা হয়। অর্থাৎ প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ সমাপ্তি মূলধনের পরিমাণের পার্থক্যই ঐ সময়কালের মুনাফা বা ক্ষতি। মনে রাখাবেন এ ক্ষেত্রে কতিপয় দফার সমন্বয় সাধন করতে হয়। কারণ সমাপ্তি মূলধনের মধ্যে নিচের চারটি বিষয়ের সংযুক্তি ঘটে।

১. প্রারম্ভিক মূলধন
২. উত্তোলন
৩. নতুন বিনিয়োগকৃত মূলধন
৪. মুনাফা

''লাভ-ক্ষতি বিবৃতি'' প্রণয়নের মাধ্যমে এগুলোর সমন্বয় সাধন করে প্রতিষ্ঠানের অর্জিত লাভ বা ক্ষতি নিরূপণ করা হয়। তাহলে আসুন এ বিষয়গুলো নিয়ে নিচে আলোচনা করি।

প্রারম্ভিক মূলধন (Opening Capital) ঃ বৎসরের প্রথম তারিখে ব্যবসায়ের মূলধনের মোট পরিমাণকে প্রারম্ভিক মূলধন বলা হয়। প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ না থাকলে তা নির্ণয় করে নিতে হয়। নিচে এটি নির্ণয় করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হল।

প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করার নিয়ম ঃ এটি সমীকরণের মাধ্যমেও নির্ণয় করা যায়। যেমন-

প্রারম্ভিক সম্পদসমূহের যোগফল — প্রারম্ভিক দায়সমূহের যোগফল = প্রারম্ভিক মূলধন।

অর্থাৎ বৎসরের প্রথম তারিখে একটি বিষয় বিবরণী প্রস্তুত করলে প্রারম্ভিক মূলধন বের হয়ে যাবে। বিষয় বিবরণীর একটি নমুনা ছক নিচে দেওয়া হ'ল ঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রারম্ভিক বিষয় বিবরণী
তারিখ

মূলধন ও দায়সমূহ	টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা
বিবিধ পাওনাদার	***	হাতে নগদ	***
প্রদেয় বিল	***	ব্যাংকে জমা	***
ঋণ	***	মজুদ পণ্য	***
মূলধন	***	প্রাপ্য বিল	***
(পার্থক্য)		দেনাদার	***
		আসবাবপত্র	***
		বিনিয়োগ	***
		দালান কোঠা	***
		যন্ত্রপাতি	***
	***		***

সমাপ্তি মূলধন (Closing Capital) ঃ

বৎসরের শেষ তারিখে ব্যবসায়ের মোট মূলধনের পরিমাণকে সমাপ্তি মূলধন বলে। সমাপ্তি তারিখে ''বিষয় বিবরণী'' প্রণয়ন করলে সমাপ্তি মূলধনের পরিমাণ বের হয় । সমাপ্তি মূলধন নিণয় করার নিয়ম নিচে আলোচনা করা হল।

সমীকরণের সাহায্যে এটি নির্ণয় করা খুব সহজ। সমীকরণটি নিম্নরূপ

সমাপ্তি সম্পদের যোগফল — সমাপ্তি দায়ের যোগফল = সমাপ্তি মূলধন। অর্থাৎ শেষ তারিখে ব্যবসায়ের সম্পদ ও দায় নিয়ে একটি বিষয় বিবরণী তৈরী করলে সমাপ্তি মূলধন বের হয়ে যাবে। নিম্নে সমাপ্তি বিষয় বিবরণীর একটি নমুনা ছক দেয়া হ'ল ঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম
সমাপ্তি বিষয় বিবরণী
তারিখ

মূলধন ও দায়সমূহ	টাকা	সম্পত্তিসমূহ	টাকা
বিবিধ পাওনাদার	***	হাতে নগদ	***
প্রদেয় বিল	***	ব্যাংকে জমা	***
ঋণ	***	প্রাপ্য বিল	***
মূলধন	***	দেনাদারবৃন্দ	***
(পার্থক্য)		মজুদ পণ্য	***
		বিনিয়োগ	***
		আসবাবপত্র	***
		দালান কোঠা	***
		যন্ত্রপাতি	***
	=====		=====

নিচের নমুনা অনুযায়ী এটি সম্ভব।

বিষয় বিবরণী

দায়সমূহ	প্রারম্ভিক	সমাপ্তি	সম্পত্তিসমূহ	প্রারম্ভিক	সমাপ্তি
	টাকা	টাকা		টাকা	টাকা
পাওনাদারবৃন্দ	***	***	দেনাদারবৃন্দ	***	***
জমাতিরিক্ত উত্তোলন	***	***	মজুদ	***	***
প্রদেয় বিল	***	***	প্রাপ্য বিল	***	***
বকেয়া খরচ	***	***	আসবাবপত্র	***	***
ঋণ	***	***	ভূমি ও দালান কোঠা	***	***
মূলধন			বিনিয়োগ	***	***
(পার্থক্য)			যন্ত্রপাতি	***	***
			হাতে নগদ	***	***
			ব্যাংক জমা		
	===	===		===	===

গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আপনি নিচের বিষয়গুলো জেনে নিন।

১. হাতে নগদ বা জমাতিরিক্ত উত্তোলন যথাক্রমে নগদান বই অথবা ব্যাংক হিসাব হতে জানা যায়।

২. প্রাপ্য বিল এবং প্রদেয় বিলের পরিমাণ যথাক্রমে প্রাপ্যবিল বই এবং প্রদেয় বিল বই হতে পাওয়া যায়।

৩. মোট দেনাদারের পরিমাণ ও মোট পাওনাদারের পরিমাণ খতিয়ানের ব্যক্তিবাচক হিসাবসমূহ হতে নির্ণয় করে নিতে হয়।

৪. সমাপ্তি মজুত পণ্যের পরিমাণ মাল খতিয়ান হতে পাওয়া যাবে এবং এর মূল্যায়ন সাধারণত ক্রয় মূল্য বা বাজার মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটির ভিত্তিতে করতে হবে।

৫. ভূমি, দালানকোঠা, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি স্থায়ী সম্পত্তিগুলোর মূল্য নগদান বই ও মূল ভাউচার থেকে নিতে হবে।

৬. বিনিয়োগের মূল্য নগদান বই হতে পাওয়া যাবে।

৭. অগ্রিম পরিশোধ নগদান বই হতে জানা যাবে।

লাভ-ক্ষতির বিবরণী (Statement of Profit & Loss) ঃ প্রারম্ভিক মূলধন, সমাপণী মূলধন ও আয়-ব্যয়ের তথ্য পাওয়ার পর তার ভিত্তিতে একটি লাক্ষ-ক্ষতির বিবরণী প্রণয়ন করে ব্যবসায়ের ফলাফল অর্থাৎ লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। নিম্নে লাভ-ক্ষতি বিবৃতির একটি নমুনা দেওয়া হ'ল ঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম

লাভ-ক্ষতির বিবরণী

তারিখ

ডেঃ ক্রেঃ

বিবরণী		টাকা	বিবরণী		টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন	***		সমাপ্তি মূলধন	***	
(+) অতিরিক্ত মূলধন	***	***	(+) নগদ উত্তোলন	***	
প্রাঃ মূলধনের সুদ		***	(+) পণ্য উত্তোলন	***	***
বিবিধ খরচ		***	উত্তোলনের উপরসুদ		***
কু-ঋণ		***	নীট ক্ষতি		***
কু-ঋণ সঞ্চিতি		***			
বাট্টা সঞ্চিতি		***			
সম্পত্তির অবচয়		***			
নীট লাভ					
		====			====

আপনাকে লাভ-ক্ষতির বিবৃতি প্রস্তুত করার সময় নিচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে ঃ

১. প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি মূলধন নির্ণয় করার সময় মূলধনের উপর সুদ, উত্তোলনের উপর সুদ, সম্পত্তির অবচয়, কু-ঋণ, কু-ঋণ সঞ্চিতি, বাট্টা সঞ্চিতি ইত্যাদি না ধরে শুধুমাত্র সম্পত্তির যোগফল হতে দায়ের যোগফল বিয়োগ করে বের করতে হবে।

২. মূলধন নিরূপণ করার পর লাভ-ক্ষতির বিবৃতি প্রস্তুত করার সময় সমাপনী মূলধনকে ক্রেডিট পার্শ্বে এবং প্রারম্ভিক মুলধনকে ডেবিট পার্শ্বে দেখাতে হবে।

৩. মালিকের নগদ অথবা পণ্য উত্তোলন সমাপ্তি মূলধনের সাথে যোগ করে দেখাতে হবে।

৪. ব্যবসায়ের হিসাব সালের মধ্যে মালিক নতুন মূলধন বিনিয়োগ করলে তা ডেবিট পার্শ্বে প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে যোগ করতে হবে।

৫. সম্পদের অবচয়, কু-ঋণ সঞ্চিতি ও বাট্টা সঞ্চিতি, মূলধন ও উত্তোলনের সুদ লাভ-লোকসান হিসাবের অনুরূপ লাভ-ক্ষতির বিবরণীর ডেবিট ও ক্রেডিট পার্শ্বে লিখতে হবে।

৬. মূলধনের উপর সুদ প্রারম্ভিক মূলধনের উপর বের করতে হয়।

৭. সম্পদের অবচয় প্রারম্ভিক সম্পত্তির উপর ধরতে হবে। কোন নতুন সম্পত্তি ক্রয় করা হলে এবং ক্রয়ের তারিখ উল্লেখ থাকলে সে ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত সম্পত্তি ব্যবসায়ে যতদিন ব্যবহৃত হয়েছে ততদিনের অবচয় বের করতে হবে। ক্রয়ের তারিখ উল্লেখ না থাকলে সাধারণত ঐ সম্পত্তির উপর ছয় মাসের সুদ ধরার প্রচলন রয়েছে।

৮. দেনাদার ও প্রাপ্য বিলের উপর কু-ঋণ ও বাট্টা সঞ্চিতি সমাপ্তি দেনাদার ও প্রাপ্য বিলের উপর বের করতে হয়।

৯. কোন সম্পত্তি হিসাব কালের মধ্যে বাকীতে ক্রয় করা হলে ঐ সম্পত্তির মূল্য সমাপ্তি বিষয় বিবরণীতে সম্পত্তি ও দায় উভয় পার্শ্বে দেখাতে হবে।

১০. মালিকের উত্তোলনের যে অংশ ব্যবসায়ের জন্য ব্যয় করে তা বাদ দিয়ে বাকী টাকা তার উত্তোলন হিসাবে ধরতে হবে।

১১. পাওনাদারের উপর বাট্টা সঞ্চিতি সমাপনী পাওনাদারের উপর ধরতে হবে।

১২. অতিরিক্ত মূলধনের তারিখ উল্লেখ থাকলে সে ক্ষেত্রে যতদিন মূলধন বিনিয়োগকৃত ছিল ততদিনের সুদ ধরা যেতে পারে। তারিখ উল্লেখ না থাকলে অতিরিক্ত মূলধনের উপর সুদ হয় না।

১৩. বকেয়া এবং অগ্রীম প্রদত্ত খরচ যথাযথভাবে লাভ-ক্ষতি বিবরণী এবং বিষয় বিবরণী হিসাবভুক্ত করতে হবে।

বিষয় বিবরণী (Statement of Affaris) ঃ

একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লাভ-ক্ষতির বিবরণী প্রস্তুত করার পর ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা জানার জন্য দায় ও সম্পতিসমূহের সাহায্যে একটি ''বিষয় বিবরণী'' প্রণয়ন করা হয়।

নিম্নে বিষয় বিবৃতির একটি নমুনা দেওয়া হ'ল ঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম
তারিখ
বিষয় বিবরণী

মূলধন ও দায়সমূহ		টাকা	সম্পত্তিসমূহ		টাকা
প্রাঃ মূলধন	***		হাতে নগদ		***
(+) অতিরিক্ত মূলধন	***		ব্যাংক জমা		***
(+) মূলধনের সুদ	***		মজুদ মাল		***
(+) নীট লাভ	***		দেনাদারবৃন্দ		***
	***		প্রাপ্য বিল		***
(-) উত্তোলন ঃ	***	***	আসবাবপত্র	***	
নগদ		***	(-) অবচয়	***	***
পণ্য		***	অন্যান্য সম্পত্তি		
বিবিধ পাওনাদার		***	***		***
প্রদেয় বিল		***	(-) অবচয়	***	***
ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন		***	বিনিয়োগ		***
বকেয়া দায়সমূহ		***	অগ্রীম পদত্ত খরচ		***
		***	অর্জিত আয় যা এখনও পাওয়া যায়নি		***

এবার আসুন উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা গাণিতিক সমস্যা সমাধান।

উদাহরণ ঃ

২০০২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আতিকের ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা নিম্নে দেওয়া হ'ল ঃ

	টাকা
হাতে নগদ	১,৪৫০/-
ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	৪,৩৭৫/-
মজুদ পণ্য	৩,২০০/-
প্রাপ্য বিল	৭,৫০০/-
প্রদেয় বিল	৫,০০০/-
বিবিধ পাওনাদার	৬,৮০০/-
বিবিধ দেনাদার	৮,৬০০/-
আসবাবপত্র	১০,২০০/-
বিনিয়োগ	৯,৫০০/-
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	১২,০০০/-
ভূমি ও দালান কোঠা	৮,০০০/-

২০০২ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে তাঁর মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৮,৫০০/- টাকা। মিঃ আতিক ২০০২ সালের ১লা জুলাই তারিখে ৫,০০০/- টাকা অতিরিক্ত মূলধন আনেন। তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বৎসরে ব্যবসা থেকে ৬,২০০/- টাকা উত্তোলন করেন। মিঃ আতিক তার হিসাব একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রাখেন। উল্লেখিত তথ্যাবলীর আলোকে ২০০২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের লাভ-ক্ষতির বিবরণী প্রস্তুত করুন।

সমাধান ঃ

মিঃ আতিক

২০০২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের

লাভ-ক্ষতির বিবরণী

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রদেয় বিল	৫,০০০	হাতে নগদ	১,৪৫০
বিবিধ পাওনাদার	৬,৮০০	ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	৪,৩৭৫
মূলধন	৫৩,০২৫	মজুদ পণ্য	৩,২০০
(সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য)		প্রাপ্য বিল	৭,৫০০
		বিবিধ দেনাদার	৮,৬০০
		আসবাবপত্র	১০,২০০
		বিনিয়োগ	৯,৫০০
		কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	১২,০০০
		ভূমি ও দালান কোঠা	৮,০০০
	৬৪,৮২৫		৬৪,৮২৫
প্রারম্ভিক মূলধন (১.১.০২)	২৮,৫০০	সমাপ্তি মূলধন (৩১.১২.০২)	৫৩,০২৫
অতিরিক্ত মূলধন	৫,০০০	উত্তোলন	৬,২০০
মুলধন হিসাব (নীট লাভ)	২৫,৭২৫		
	৫৯,২২৫		৫৯,২২৫

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. মূলধন পদ্ধতিতে এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

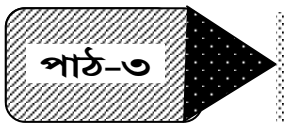

গাণিতিক প্রশ্নাবলী (Problems)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পুর্ববর্তী পাঠের তাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তিতে কতিপয় গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।

উদাহরণ-১

মিঃ কাদের একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখেন। ২০০৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁর ব্যবসায়ের অবস্থা ছিল নিম্নরূপঃ

				টাকা
নগদ তহবিল	...	...	...	১৫,০০০
ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা	...	...	...	৩,৭৫,০০০
বিবিধ দেনাদার	...	...	...	৪,৫০,০০০
মওজুদ মাল	...	...	...	২,৭০,০০০
আসবাব-পত্র	...	...	...	১,২০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	...	...	...	৩,৩৫,০০০

২০০৪ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে মিঃ কাদেরের মূলধন ছিল ১০,০০,০০০ টাকা। বৎসরে মিঃ কাদের ব্যবসা হতে নিজ প্রয়োজনে ২,৪০,০০০ টাকা উত্তোলন করেছেন।

২০০৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য (ক) লাভ-লোকসান বিবরণী এবং (খ) উক্ত তারিখে ব্যবসায়ের "বৈষয়িক বিবৃতি" তৈরি করুন।

সমাধান ঃ

মিঃ কাদের

২০০৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের

লাভ-লোকসান বিবরণী

বিবরণী	টাকা	বিবরণী		টাকা
বিবিধ পাওনাদার ...	৩,৩৫,০০০	বিবিধ সম্পত্তিসমূহ ঃ		
উদ্বৃত্ত (স্থানান্তরিত হবে)	৮,৯৫,০০০	নগদান তহবিল ...	১৫,০০০	
		ব্যাংক জমা ...	৩,৭৫,০০০	
		বিবিধ দেনাদার ...	৪,৫০,০০০	
		সমাপনী মওজুদ মাল	২,৭০,০০০	
		আসবাব-পত্র হিসাব	১,২০,০০০	১২,৩০,০০০
	১২,৩০,০০০			১২,৩০,০০০
বৎসরের প্রারম্ভিক মূলধন (১-১-০২)	১০,০০,০০০	উদ্বৃত্ত (স্থানান্তরিত হয়েছে)	...	৮,৯৫,০০০
নীট লাভ	১,৩৫,০০০	মালিক কর্তৃক উত্তোলন	...	২,৪০,০০০
	১১,৩৫,০০০			১১,৩৫,০০০

মিঃ কাদের
২০০৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে
বৈষয়িক বিবৃতি

মুলধন ও দেনা		টাকা	সম্পত্তি ও পরিসম্পদ	টাকা
বিবিধ পাওনাদার ...		৩,৩৫,০০০	নগদান তহবিল ...	১৫,০০০
মূলধন (১-১-০৪)	১,০০,০০০		ব্যাংক জমা ...	৩,৭৫,০০০
বাদ ঃ উত্তোলন	২,৪০,০০০		বিবিধ দেনাদার ...	৪,৫০,০০০
	৭,৬০,০০০		সমাপনী মওজুদ মাল	২,৭০,০০০
যোগ ঃ নীট লাভ	১,৩৫,০০০		আসবাবপত্র	১,২০,০০০
		৮,৯৫,০০০		
		১২,৩০,০০০		১২,৩০,০০০

উদাহরণ-২

ওসমান একতরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতিতে হিসাব রাখেন। ২০০৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁর ব্যবসায়ের অবস্থা নিম্নরূপঃ

			টাকা
বিবিধ দেনাদার	...	...	৩,৫০,০০০
নগদ তহবিল	...	...	৩৩,৫০০
ব্যাংক জমা	...	...	১,৫৬,৫০০
আসবাব-পত্র	...	...	১,৮০,০০০
প্রাপ্য বিল	...	...	৮০,০০০
প্রদেয় বিল	...	...	৫৫,০০০
মওজুদ মাল	...	...	২,৫০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	...	...	৩,০০,০০০

বছরে মিঃ ওসমান ১,৫০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন এনেছিলেন। এছাড়া তিনি সারা বৎসর ধরে নিয়মিত মাসিক ১৫,০০০ টাকা করে নিজ প্রয়োজনে ব্যবসা হতে উত্তোলন করেন। ২০০৪ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে মিঃ ওসমানের মূলধন হিসাবে ১০,০০,০০০ টাকা ছিল।

আসবাব-পত্রের উপর ১০% অবচয় এবং বিবিধ দেনাদার-এর উপর ৫% অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি ধরুন। ২০০৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য লাভ-লোকসান বিবরণী এবং উক্ত তারিখে ব্যবসায়ের বৈষয়িক বিবৃতি প্রস্তুত করুনঃ

সমাধানঃ

ওসমান এন্ড কোং
২০০৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের
লাভ-লোকসান হিসাব।

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
বিবিধ পাওনাদার ...	৩,০০,০০০	নগদ তহবিল ...	৩৩,৫০০
দেয় বিল ...	৫৫,০০০	ব্যাংক জমা ...	১,৫৬,৫০০
বৎসরের প্রারম্ভিক মূলধন	১০,০০,০০০	সমাপনী মওজুদ মাল ...	২,৫০,০০০
		বিবিধ দেনাদার ...	৩,৫০,০০০
		প্রাপ্য বিল ...	৮০,০০০
		আসবাব-পত্র ...	১,৮০,০০০
		উদ্বৃত্ত ঃ স্থানান্তরিত হবে ...	৩,০৫,০০০
	১৩,৫৫,০০০		১৩,৫৫,০০০
উদ্বৃত্ত-স্থানান্তরিত হয়েছে ...	৩,০৫,০০০	মালিক কর্তৃক উত্তোলিত টাকা	১,৮০,০০০
মালিক কর্তৃক নিয়োজিত অতিরিক্ত মূলধন	১,৫০,০০০	নীট লোকসান-(মূলধন হিসাবে স্থানান্তরিত হবে)	৩,১০,৫০০
আসবাব-পত্রের অবচয় ...	১৮,০০০		
অনাদায়ী ও সন্দেহজনিত দেনা সঞ্চিতি	১৭,৫০০		
	৪,৯০,৫০০		৪,৯০,৫০০

ওসমান এন্ড কোং

২০০৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে
বৈষয়িক বিবৃতি

মূলধন ও দেনা		পরিমাণ	সম্পত্তি ও পরিসম্পদ		পরিমাণ
		টাকা			টাকা
বিবিধ পাওনাদার ...		৩,০০,০০০	নগদ তহবিল	...	৩৩৫০০
দেয় বিল		৫৫,০০০	ব্যাংক জমা	...	১,৫৬,৫০০
মূলধন (১-১-০৪)	১০,০০,০০০		বিবিধ দেনাদার	৩,৫০,০০০	
যোগ ঃ অতিরিক্ত মূলধন	১,৫০,০০০		বাদ ঃ অনাদায়ী ও সন্দেহজনক সঞ্চিতি	১৭,৫০০	
	১১,৫০,০০০				৩,৩২,৫০০
বাদ ঃ উত্তোলন	১,৮০,০০০		প্রাপ্য বিল	...	৮০,০০০
	৯,৭০,০০০		সমাপনী মওজুদ মাল	...	২,৫০,০০০
বাদ ঃ নীট লোকসান	৩,১০,৫০০		আসবাব-পত্র	১,৮০,০০০	
		৬,৫৯,৫০০	বাদ ঃ অবচয়	১৮,০০০	১,৬২,০০০
		১০,১৪,৫০০			১০,১৪,৫০০

উদাহরণ- ৩

হাসান একতরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করেন। ২০০৪ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে তার ব্যবসায়ের অবস্থা ছিল নিম্নরূপঃ

			টাকা
বিবিধ দেনাদার	...	...	৪,৫০,০০০
মওজুদ মাল	...	...	২,২৫,০০০
নগদ তহবিল	...	...	১৪,৫০০
ব্যাংক জমা	...	...	১,৫৫,৫০০
বিবিধ পাওনাদার	...	...	৩,৮০,০০০
বকেয়া দেনা	...	...	৫৫,০০০
আসবাব-পত্র	...	...	২,০০,০০০

হাসান বৎসরে ১,৫০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন প্রদান করেন। তিনি ব্যবসা হতে নগদ ৩,৬০,০০০ টাকা এবং ৮০,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য উত্তোলন করেন। উত্তোলিত টাকা হতে ২,০০,০০০ টাকা দিয়ে তিনি ব্যবসায়ে একখানি ডেলিভারী ভ্যান ক্রয় করেন।

২০০৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে তার ব্যবসায়ের অবস্থা নিম্নরূপ ছিলঃ

			টাকা
বিবিধ দেনাদার	...	...	৪,৮০,০০০
মওজুদ মাল	...	...	৩,৮৫,০০০
আসবাব-পত্র	...	...	২,৫০,০০০
নগদ তহবিল	...	...	৫,৫০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	...	...	১,৬৪,৫০০
প্রাপ্য বিল	...	...	৩,২৫,০০০
বিবিধ পাওনাদার	...	...	৪,২৫,০০০
প্রদেয় বিল	...	...	১,৮৫,০০০

আসবাব-পত্রের উপর ১০% অবচয় এবং বিবিধ দেনাদার -এর উপর ৫% অনাদায়ী এবং সন্দেহজনিত দেনা সঞ্চিতি তৈরী করুন। ২০০৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য লাভ-লোকসান বিবরণী এবং উক্ত তারিখে ব্যবসায়ের বৈষয়িক বিবৃতি প্রস্তুত করুন।

সমাধানঃ

মিঃ হাসান

২০০৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য

লাভ-লোকসান বিবৃতি

বিবরণ		টাকা	বিবরণ		টাকা
বিবিধ পাওনাদার	...	৪,২৫,০০০	নগদ তহবিল	...	৫,৫০০
প্রদেয়বিল	...	১,৮৫,০০০	বিবিধ দেনাদার	...	৪,৮০,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	...	১,৬৪,৫০০	প্রাপ্য-বিল	...	৩,২৫,০০০
মূলধন (১-১-'২০০২)	...	৬,১০,০০০	মওজুদ মাল	...	৩,৮৫,০০০
উদ্বৃত্ত-স্থানান্তরিত হবে	...	২,৬১,০০০	আসবাব-পত্র	...	২,৫০,০০০
			ডেলিভারী ভ্যান	...	২,০০,০০০
		১৬,৪৫,৫০০			১৬,৪৫,৫০০
অতিরিক্ত মূলধন	...	১,৫০,০০০	উদ্বৃত্ত-স্থানান্তরিত হয়েছে	...	২,৬১,০০০
আসবাব-পত্রের অবচয় ১০%	...	২৫,০০০	উত্তোলনঃ		
অনাদায়ী ও সন্দেহজনিত দেনা সঞ্চিতি ৫%	...	২৪,০০০	নগদ	৩,৬০,০০০	
নীট মুনাফা-মূলধন হিসাবে স্থানান্তরিত হবে	...	৫,০২,০০০	পণ্য	৮০,০০০	৪,৪০,০০০
		৭,০১,০০০			৭,০১,০০০

মিঃ হাসান

২০০৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের

বৈষয়িক বিবৃতি

(মূলধন ও দেনা)		টাকা	(সম্পত্তি ও পরিসম্পদ)		টাকা
বিবিধ পাওনাদার	...	৪,২৫,০০০	নগদ তহবিল	...	৫,৫০০
প্রদেয়বিল	...	১,৮৫,০০০	বিবিধ দেনাদার	৪,৮০,০০০	
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	...	১,৬৪,৫০০	বাদ ঃ অনাদায়ী ও সন্দেহ জনিত দেনা সঞ্চিতি	২৪,০০০	৪,৫৬,০০০
মূলধনঃ					
১-১-২০০৪ উদ্বৃত্ত	৬,১০,০০০		প্রাপ্য বিল		৩,২৫,০০০
যোগঃ অতিরিক্ত মূলধন	১,৫০,০০০		সমাপনী মওজুদ মাল	...	৩,৮৫,০০০
	৭,৬০,০০০		আসবাব-পত্র	২,৫০,০০০	
বাদ ঃ উত্তোলন	৪,৪০,০০০		বাদ ঃ অবচয়	২৫,০০০	
	৩,২০,০০০				২,২৫,০০০
যোগ ঃ নীট-লাভ	৫,০২,০০০		ডেলিভারী ভ্যান	...	২,০০,০০০
		৮,২২,০০০			
		~~১৫,৯৬,৫০০~~			১৫,৯৬,৫০০

প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় ঃ

সম্পত্তিসমূহ	**টাকা**	**টাকা**
দেনাদার	৪৫,০০০	
মওজুদ মাল	২,২৫,০০০	
নগদ তহবিল	১৪,৫০০	
ব্যাংক জমা	১,৫৫,৫০০	
আসবাবপত্র	২,০০,০০০	
		১০,৪৫,০০০
বাদ ঃ দায়সমূহ		
পাওনাদার	৩,৮০,০০০	
বকেয়া দেনা	৫৫,০০০	
		৪,৩৫,০০০
		৬,১০,০০০

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ

১। মামুন এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি তার প্রতিষ্ঠানের হিসাব যথাযথ সংরক্ষণ করেন। তার হিসাব বহির খতিয়ান উদ্বৃত্তগুলো নিম্নরূপ ঃ

	১ জানুয়ারি ২০০৪ (টাকা)	৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ (টাকা)
নগদ তহবিল	১,৭৫০০০	২,২৫০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	১৪,৫৫,০০০	৭,৫৫,০০০
বিবিধ দেনাদার	৩৮,৫০,০০০	৪৫,৫০,০০০
মওজুদ পণ্য	২২,৫০,০০০	৩০,৫০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	১৮,৫০,০০০	২৪,৫০,০০০
প্রাপ্য বিল	৮,৫০০০০	১২,৫০০০০
প্রদেয় বিল	৫,৫০,০০০	৩,৫০,০০০
আসবাব-পত্র	১৬,০০,০০০	২৪,০০,০০০

মিঃ মামুন সারা বৎসর ধরে প্রত্যেক মাসে নগদ ২,০০,০০০ টাকা ব্যবসা থেকে উত্তোলন করেন। এ ছাড়া তিনি ব্যবসা হতে ৩,৫০,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য উত্তোলন করেছেন। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে বিবিধ দেনাদারগণের নিকট কাছ থেকে আদায় করতে অসুবিধা হওয়ায় তিনি নগদ ২০,০০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধনস্বরূপ ব্যবসায়ে আনেন।

অন্যান্য তথ্যাবলী ঃ

(১) ব্যবসার খরচাবলী ২,৫০,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে। পক্ষান্তরে, ভাড়া ২,০০,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে; (২) বিবিধ দেনাদারের ৩,৫০,০০০ টাকা আদায় হওয়ার সম্ভাবনা নাই; এবং অবশিষ্ট দেনাদারের ১০% ধরে অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে; (৩) প্রারম্ভিক মূলধনের উপর ১০% সুদ ধার্য করতে হবে; এবং (৪) আসবাব-পত্রের ২৫% অবচয় ধার্য করতে হবে।

আপনার করণীয় ঃ

২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য (ঝ) লাভ-লোকসান বিবরণী; এবং (খ) উক্ত তারিখে ব্যবসায়ের বৈষয়িক বিবৃতি প্রস্তুত করতে হবে।

২। করিম এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি তার প্রতিষ্ঠানের হিসাব যথাযথ সংরক্ষণ করেন। তার হিসাব বহির খতিয়ান উদ্বৃত্তগুলি নিম্নরূপ ঃ

	১ জানুয়ারি ২০০৪ টাকা	৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ টাকা
নগদ তহবিল	১,২০,০০০	৮০,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	১৭,৫০,০০০	১২,৫০,০০০
মওজুদ পণ্য	২০,৫০,০০০	৩৫,৫০,০০০
বিবিধ দেনাদার	২৪,০০,০০০	৪২,৫০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	১৬,৫০,০০০	২০,০০,০০০
প্রাপ্য বিল	১০,০০,০০০	১৫,০০,০০০
প্রদেয় বিল	৭,৫০,০০০	৫,০০,০০০
আসবাব-পত্র	১৫,০০,০০০	২৪,০০,০০০

মিঃ করিম সারা বছর ধরে প্রত্যেক মাসে নগদ ২,৫০,০০০ টাকা ব্যবসা থেকে উত্তোলন করেন। এ ছাড়া তিনি ব্যবসা হতে ৭,৫০,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য উত্তোলন করেছেন। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে বিবিধ দেনাদারগণের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে অসুবিধা হওয়ায় তিনি নগদ ২০,০০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন আনেন।

অন্যান্য তথ্যাবলী ঃ

(১) ব্যবসার খরচাবলী ২,০০,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে এবং ভাড়া ১,৫০,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে; (২) বিবিধ দেনাদারের ৩,৫০,০০০ টাকা অনাদায়ী হয়েছে; এবং অবশিষ্ট দেনাদারের ১০% ধরে অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে; (৩) আসবাব-পত্রের২০% অবচয় ধার্য করতে হবে।

আপনার করণীয় ঃ

২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য (ক) লাভ-লোকসান বিবরণী; এবং (খ) উক্ত তারিখে ব্যবসায়ের বৈষয়িক বিবৃতি প্রস্তুত করতে হবে।

৩। সিদ্দিক এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি তার প্রতিষ্ঠানের হিসাব যথাযথ সংরক্ষণ করেন। তার হিসাব বহির খতিয়ান উদ্বৃত্তগুলো নিম্নরূপ ঃ

	১ জানুয়ারি ২০০৪ টাকা	৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ টাকা
নগদ তহবিল	৭৫,০০০	১,২৫,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	২৮,৫৫০০০	৭,৫৫,০০০
মওজুদ পণ্য	১৫,৫০০০০	২৫,৫০,০০০
বিবিধ দেনাদার	২৪,৫০,০০০	৪২,৫০,০০০
১৫% বিনিয়োগ	২০,০০,০০০	২০,০০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	১৮,৫০,০০০	২২,৫০,০০০
আসবাব-পত্র	২০,০০,০০০	২৫,০০,০০০

মিঃ সিদ্দিক সারা বৎসর ধরে প্রত্যেক মাসে নগদ ১৮,০০,০০০ টাকা ব্যবসা থেকে উত্তোলন করেন। এ ছাড়া তিনি ব্যবসা হতে ৮,০০,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য উত্তোলন করেছেন। তিনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৪০,০০,০০০ টাকা মূল্যের একখানি ডেলিভারী ভ্যান ক্রয় করলেন।

অন্যান্য তথ্যাবলী ঃ

(১) ব্যবসা খরচাবলী ১,৫০,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে এবং বিনিয়োগের পূর্ণ বছরের সুদ এখনও পাওয়া যায় নাই; (২) বিবিধ দেনাদারের ২,৫০,০০০ টাকা অনাদায়ী হয়েছে; এবং অবশিষ্ট দেনাদারের ১০% ধরে অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে; এবং (৩) আসবাব-পত্রের ২৫% অবচয় ধার্য করতে হবে।

আপনার করণীয় ঃ

২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য (ক) লাভ-লোকসান বিবরণী; এবং (খ) উক্ত তারিখে ব্যবসায়ের বৈষয়িক বিবৃতি প্রস্তুত করতে হবে।

৪। সুলতান এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে তার প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংরক্ষণ করেন। তার হিসাব বহির খতিয়ান উদ্বৃত্তগুলো নিম্নরূপ ঃ

	১ জানুয়ারি ২০০৪ (টাকা)	৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ (টাকা)
নগদ তহবিল	১,৫০,০০০	২,৫০,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	২২,৫০,০০০	৫,৫০,০০০
বিবিধ দেনাদার	২৪,৫০,০০০	৪৫,০০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	২০,০০,০০০	২৫,০০,০০০
প্রাপ্য বিল	১০,০০,০০০	১৫,০০,০০০
প্রদেয় বিল	৭,০০,০০০	৪,৫০,০০০
মওজুদ পণ্য	১২,৫০,০০০	২০,০০,০০০
আসবাব-পত্র	২০,০০,০০০	২৫,০০,০০০

মিঃ সুলতান সারা বৎসর প্রত্যেক মাসে নগদ ১,৫০,০০০ টাক করে ব্যবসা হতে উত্তোলন করেছেন। এ ছাড়া ব্যবসা হতে তিনি ৩,৫০,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য উত্তোলন করেছেন। তিনি নগদ ১০,০০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধনস্বরূপ ব্যবসায়ে সরবরাহ করেছেন।

অন্যান্য তথ্যাবলী ঃ

(১) ব্যবসার খরচাবলী ১,১৮,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে এবং ভাড়া ১,২০,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে; (২) বিবিধ দেনাদারের ৩,০০,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়; এবং অবশিষ্ট দেনাদারের ১০% ধরে অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে, এবং (৩) আসবাব-পত্রের ২০% অবচয় ধার্য করতে হবে।

আপনার করণীয় ঃ

২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য (ক) লাভ-লোকসান বিবরণী; এবং (খ) উক্ত তারিখে ব্যবসায়ের বৈষয়িক বিবৃতি প্রস্তুত করতে হবে।

৫। টিপু এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে তার প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংরক্ষণ করেন। তার হিসাব বহির খতিয়ান উদ্বৃত্তগুলো নিম্নরূপ ঃ

	১ জানুয়ারি ২০০৪ (টাকা)	৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ (টাকা)
নগদ তহবিল	১,৮০,০০০	২,২০,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	১৫,৫০,০০০	৫,৫০,০০০
মওজুদ পণ্য	২০,২০,০০০	২৫,৫০,০০০
বিবিধ দেনাদার	৩৯,০০,০০০	৪০,০০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	১৭,৫০,০০০	১৫,০০,০০০
আসবাব-পত্র	১২,০০,০০০	১২,০০,০০০

বছরে মিঃ টিপু তার নিজ প্রয়োজনে ব্যবসা হতে মোট নগদ ১০,০০,০০০ টাকা এবং ৪,০০,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য উত্তোলন করেছেন। তিনি ব্যবসায়ের জন্য ২৫,০০,০০০ টাকা মূল্যের একখানি পুরাতন মটর লরী ক্রয় করেছিলেন। এ ছাড়া ডিসেম্বর মাসে বিবিধ দেনাদারদের নিকট হতে অর্থ আদায় করতে অসুবিধা হওয়ায় তিনি নগদ ৫,০০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন সরবরাহ করেছিলেন।

অন্যান্য তথ্যাবলী ঃ

(১) ব্যবসার খরচাবলীর ২,৪০,০০০ টাকা এখনও বকেয়া রয়েছে; পক্ষান্তরে পরবর্তী বছরে ব্যবসার খরচাবলী বাবদ ১,৫০০,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে।

(২) বিবিধ দেনাদারের ২,৫০,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়, অবশিষ্ট দেনাদারের ৫% অনাদায়ী এবং সন্দেহজনিত দেনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে।

(৩) আসবাব-পত্রের উপর ১০% অবচয় ধার্য করুন।

(৪) মূলধনের উপর (অতিরিক্ত মূলধন বাদে) ১২% সুদ ধার্য করতে হবে।

আপনার করণীয় ঃ

২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

(ক) লাভ-লোকসান বিবরণী; এবং
(খ) উক্ত তারিখে ব্যবসায়ের বৈষয়িক বিবৃতি প্রস্তুত করুন।